দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19·5·84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 4 ...

036

পড়তে পড়তে উপার্জন

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে সোনালী ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণে পাঁচটি মিনিবাস কেনা হয়েছে। সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গত পয়লা বৈশাখ বাসগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে হস্তান্তর করেন। ছাত্ররা নিজেরাই মিনিবাসগুলি চালাবে এবং উপার্জিত অর্থে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করবে।

এই উদ্যোগ অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। ছাত্রদের এই যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া হচ্ছে এতে তাদের যেমন আর্থিক উপকার হবে তেমনি বাড়বে তাদের আত্মবিশ্বাস। আমাদের দেশের ছাত্রসমাজ একদিকে দরিদ্র ও অসহায় অন্যদিকে তাদের সামাজিক বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। উচ্চশিক্ষার দর্শনই হচ্ছে ঊর্ধ্বারোহণ—কায়িক শ্রম থেকে কে কতখানি দূরে সরে যেতে পেরেছে তাই হচ্ছে শিক্ষার সার্থকতার মাপকাঠি। শিক্ষিত যুবকরা বেকার থাকে—অফিসে অফিসে চাকরির জন্যে ধরণা দিয়ে তাদের মরতে হয়। উপার্জনের বিকল্প পন্থা তাদের সামনে নেই।

অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যে, কুটিরশিল্পে ও কৃষিতে শিক্ষিত যুবকদের শ্রম বিনিয়োজিত হলে সবাই উপকৃত হতে পারে। এতে বেকার সমস্যার যেমন খানিকটা সমাধান হয় তেমনি শ্রমের মর্যাদাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী এবং শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী করে তোলার উদ্যোগ আয়োজন আমাদের দেশে নেই বললেই চলে। অবশ্য হালে দুয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে—একে আমরা শুভ সূচনাই বলব।

আমরা আশা করব, সোনালী ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণ সার্থক হবে এবং ছাত্রসমাজ কর্মোদ্যোগ ও দায়িত্ববোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে সবার সামনে। পড়তে পড়তে উপার্জনের এই দৃষ্টান্ত ছাত্রদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোগী করে তুলবে বলেই আমরা মনে করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের উদ্যোগ যেমন ছড়িয়ে দিতে হবে তেমনি এর আওতা সম্প্রসারিত করতে হবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও। শিক্ষার সঙ্গে স্বেদের, বিদ্যার সঙ্গে শ্রমের, শক্তির সঙ্গে সুযোগের মেলবন্ধন ঘটুক এটাই আমরা চাই।